ভিসানীতি: বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হচ্ছে

লেখাটি শুরু করি ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশময় তাণ্ডব করেছিল। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে পরের সেই তাণ্ডবে মারা গিয়েছিল ২৩১ জন নিরীহ মানুষ। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৫জনকে। ওই সময় আহত হয়েছিল ১ হাজার ১৮০ জন। যাদের অনেকে আজও শরীরে ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি ট্রেন ও ৮টি লঞ্চে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কারণ কী ছিল সেই সহিংসতার? সরকার বলছিল নির্বাচন হবে পৃথিবীর আর ১০টা গণতান্ত্রিক দেশের মত। আর বিএনপি জোটের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এখনও সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন নিয়ে তাদের দর্শন থেকে সরে আসেনি। তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে আসেনি বিএনপি-জামায়াত। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ঘোষণা দিয়ে সব নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে তারা।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জারি করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বরাত দিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা দেয়ায় বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারও নাম না উল্লেখ করে তিনি বললেন, যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য এবং নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেসব ব্যক্তি তা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ভবিষ্যতে আরও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা বা এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তারাও এই নীতির আওতায় আসবেন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থক।

এর আগে চলতি বছরের ২৫শে মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তখন বলা হয়েছিলো যে, এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে চিহ্নিত হন। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

এই বিধিনিষেধ ঘোষণার পর থেকে নানামুখি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে নানা মতের মানুষ। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফররত খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও চাওয়া। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা দেবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণায় বিরোধীদের কথাও বলা হয়েছে। এবার বিএনপি জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।’

ভিসানীতি নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। এই সরকার ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। এবার ২০২৪ সালে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তারা একইভাবে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য বিরোধীদলকে বাদ দিয়ে আবারও একটি নির্বাচন করা। বর্তমান সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দেয়, সেই নির্বাচন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং সেটা কখনোই দেশের মানুষ মেনে নেবে না।”

যুক্তরাষ্টের নতুন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কিছু বিরোধী দলের নেতার নাম আছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত ১৮ বছর ধরে বিরোধী দলের তো কোন ভূমিকা নেই, তারা এমন কোন কাজ করেনি, যে কাজের জন্য একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী হলে গণতন্ত্র সুষ্ঠু হয়? আজকের নিষেধাজ্ঞাদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী? তারা

কী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেন? এখানে আরেক দফায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আসতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন, গত মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই ভিসা নীতি আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাননোর পর।

আরেকটু সরল করে যদি জিজ্ঞেস করি কেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন কেন অংশগ্রহণমূলক হলো না? এর দায় কী শুধু সরকারের? নির্বাচন করা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ২০০৮ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে সংবিধান রক্ষার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ভাঙার দায়িত্ব তো দেয়নি। সেই সময় থেকে বিএনপি-জামায়াত গো ধরেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারতো কোন স্বীকৃত নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোথাও তো এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়নি।

নির্বাচনে বাধা দেয়ার প্রশ্ন যদি ওঠে, সেই কাজটি করেছে বিএনপি-জামায়াত। তারা নির্বাচনে আসেনি। দেশময় জ্বালাও পোড়াও করে মানুষের মধ্যে নির্বাচন ভীতি সৃষ্টি করেছে। যে ভীতি আজও কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেসব নিয়ে আজকাল কথা বার্তা কম হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, কেন বন্ধকী গণতন্ত্র জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত? কেন তারা সুষ্ঠু গণতেন্ত্রে ফিরতে চায় না? কেন তারা ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টে শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল? চক্রটি চেনার পরেও শেখ হাসিনা কী বার বার তাঁকে হত্যার অস্ত্র হত্যাকারীদের হাতে তুলে দেবে?

যাই হোক, আগামী নির্বাচন এবং নতুন ভিসা নীতির কাছে ফিরে আসি। বিএনপি-জামায়াতের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কোথাও বলেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বার বার বলেছেন, একটি অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা। বিএনপি নির্বাচনে আসলেই তো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়। সেটা সুষ্ঠু করার দায়তো সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতিতো সরকার বার বার দিচ্ছে। নির্বাচনে কী হবে? সুষ্ঠু হবে কী না সেটা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তো মন্তব্য করা যাবে না। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরতো একটি সংবিধান বা রাষ্ট্র ভর করতে পারে না। যত শক্তিধরই হোক যুক্তরাষ্ট্রতো বাংলাদেশকে সংবিধান ভাঙার পরামর্শ দিতে পারে না নৈতিকভাবে।

ভিসানীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির ভয় পাওয়ার কিছু দেখছি না। আসলে

ভিসানীতি দিয়ে নির্বাচনের বল বিএনপির কোটে ঠেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন নির্বাচেনে আসা তাদের দায়িত্ব। এর পরেও যদি তারা না আসে তাহলে ব্লিংকেনের ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল’ করার অপরাধে পড়বে বিএনপি। ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই আর সেই অপরাধ করবেন না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের কর্মি সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বিনোদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন। এ সংগঠনে লাখ লাখ নেতাকর্মি রয়েছে। একটি দলের প্রাণ হলো কর্মি।যে দলের কর্মি নেই, সেই দল কোন দলই না। আজকে ডাউকি ইউনিয়নের এই কর্মি সভা জনসভায় রুপ নিয়েছে। আমি এই কর্মি সভায় কর্মিদের উপন্থিতি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে । দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আপনারা জনগণের কাছে গিয়ে নৌকায় ভোট চান। আমাদের ভোট চাওয়ার মত যথেষ্ট অর্জন রয়েছে ।

আমরা এ উপজেলার প্রতিটি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করেছি,স্কুলের বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে। বিনামীল্য কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে

চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।

এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিলো পাকিস্তানিরা। বাংলার জনগণ একত্রে রাস্তায় নেমে আসেন। আমরা বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্ত করেছিলাম।

তিনি বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌকায় ভোট চেঢেছেন।আমি নৌকায় ভোট চেয়ে তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকায় ভোট চাওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিনেবে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী, আরশাদ উদ্দিন চন্দন,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায় আরেফিন আলম রঞ্জু,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ।

ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের পরিচালনায় কর্মি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলম হোসেন,আতিয়ার রহমান, মাসুদ রানা তুহিন, কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু,সোহানুর রহমান সোহান,আসাদুল হক মিকা,জয়নাল আবেদীন,আব্দুল খালেক,রোকুনুজ্জামান নাহিদ,খাইরুল ইসলাম চুন্নু , সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ হোসাইন বাদসা,হাসান, গোলাম ছরোয়ার শামিম,রকি প্রমুখ।

“সরকারের সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে”- মির্জা আব্বাস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মীর্জা আব্বাস বলেছেন,সরকারের সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। দেশের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রাম আর নিজেদের দাবি আদায় করতে শিখে গেছে। এখন আর হামলা-মামলায় কারও কোনো ভয় নেই। শেখ হাসিনার অবৈধ সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তেই হবে।

মির্জা আব্বাস মঙ্গলবার ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে খুলনা অভিমুখে রোডমার্চ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে পৌছাতে আমাকে আড়াই কিলোমিটার জনসমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে। দেখে মনে হয়েছে আমরা প্রাক বিজয় উৎসব পালন করছি। তিনি বলেন সারা দেশের মানুষ আজ আবেগতাড়িত, উদ্বেলিত। অন্যদিকে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেদনাহত।

মির্জা আব্বাস বলেন, কিছুদিন আগে আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ম্যাডাম কিছু বলবেন? উনি মাথা নাড়লেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। তার চাহনিতে অব্যক্ত ভাষা। তিনি হয়তো এটাই বলতে চেয়েছিলেন, তোমরা আমার জন্য কি করেছ। আমি কি দেশের গনতন্ত্র, দেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের জন্য কিছইু করিনি?

মীর্জা আব্বাস বলেন আমি ম্যাডামকে বলে এসেছি সারা দেশের মানুষ আজ আপনার জন্য চিন্তিত। আপনি বাংলাদেশের জন্য আপনি যা করেছেন তা মানুষ ভুলবে না। মুর্হুমুহু করতালী ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মীর্জা আব্বাস বলেন, দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে এই সরকারকে বাধ্য করা হবে। একদফার আন্দোলন চুড়ান্ত করেই দেশের মানুষ ঘরে ফিরবে ইনশাল্লাহ।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার সঞ্চালনায় রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহদী আহম্মেদ রুমী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক

সম্পাদ (খুলনা) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন, বিএনপির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাহ উদ্দীন টুকু, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড আসাদুজ্জামান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, মেহেরপুরের মাসুদ অরুন, চুয়াডাঙ্গার মাহবুব হাসান খান বাবু, শরিফুজ্জামানসহ জেলা ও উপজেলার বিএনপি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মির্জা আব্বাস আরও বলেন, দেশ দেউলিয়া হবার পথে। অর্থনীতি খারাপ। ডলারের রিজার্ভ শুণ্যের কোঠায় ঠেকেছে। ১৫ বছর দেশে সীমাহীন লুটাপাট চলেছে। পিকে হালদারসহ অনেক রাঘববোয়াল হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋনের পরিমান দাড়িয়েছে ১০৯ হাজার কোটি টাকা। আমরা এই চুরিদারীর প্রতিবাদ করলে জেলে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন সময় মতো এসব চোরদের বিচার করা হবে।

বিএনপির খুলনা অভিমুখে রোডমার্চকে ঘিরে কেন্দ্রীয় নেতাদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল ঝিনাইদহ। সর্বত্রই উচ্ছাস আর আড়ম্বর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ঝিনাইদহ ছাড়াও কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে আজকের রোডমার্চকে ঘিরে প্রানচাঞ্চল্য ফিরে আসে। কেন্দ্রীয় ও বাইরের নেতাকর্মীদের বরণ করতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রোডমার্চের উদ্বোধণী অনুষ্ঠান স্মরনীয় করতে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল সাজানো হয় বর্ণিল সাজে।

মেহেরপুর ও গাংনী থেকে হাজারও নেতা কর্মী খুলনার পথে

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির রোড মার্চে গাংনী থেকে খুলনা অভিমুখে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেল যোগে হাজার হাজার নেতা কর্মী রওনা হয়েছে। রোড

মার্চকে ঘীরে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় কয়েক হাজার নেতা কর্মী গাংনী বাজারে এসে জড়ো হয়।

এদিকে রোডমার্চ সফল করতে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন মেহেরপুরের বিএনপির নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে কয়েক হাজার নেতাকর্মী মেহেরপুর জেলা থেকে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলে যাত্রা শুরু করেন।

বিএনপির এক দফা দাবীতে গাংনী উপজেলা শহর থেকে রওনা হওয়া গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বলেন, বিএনপির বিভাগীয় রোডমার্চ সফল করার জন্য আমরা যে যেভাবে পারছি খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা এ সমাবেশ সফল করতে পারব বলে আশা করছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, বিভাগীয় রোডমার্চ ও সমাবেশ সফল করার জন্য আমরা সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি। সকাল থেকেই জেলা শহর ছাড়াও গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে জড়ো হচ্ছেন। যথা সময়ে সমাবেশ শুরু হবে। সমাবেশকে ঘিরে আমাদের কোনো সংশয় নেই।

এদিকে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে নেতা কর্মী খুলনা অভিমুখে।

প্রসঙ্গত, বিএনপির খুলনা বিভাগীয় রোড মার্চ আজ মঙ্গলবার। সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ থেকে এই রোডমার্চ শুরু হবে। মাগুরা, যশোর জেলার ১৬০ কিলোমিটার সড়ক ঘুরে শেষ হবে খুলনা নগরীর জিয়া হল চত্বরে। সেখানেই সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশকে ঘিরে অতীতের সবচেয়ে বড় জমায়েতের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি। সকাল ১০টায় ঝিনাইদহে রোড মার্চের উদ্বোধন করবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। মাগুরা ও যশোর হয়ে রোড মার্চ খুলনায় পৌঁছাবে বিকেলে। পথে চারটি পথ সভায় কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখবেন। রোড মার্চের সমাপনী সমাবেশ খুলনার শিববাড়ি মোড়ে অনুষ্ঠিত হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার উদ্দেশ্যে প্রেজ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় আগামী দশ দিনের ভিতরে জেলা ছাত্রলীগের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত করতে হবে।

এ সময় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের এক জরুরী সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র সমাজ ও তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের আগামী ১০ দিনের ভিতরে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় নৌকার পক্ষে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গায় নৌকার পক্ষে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের

আয়োজনে উঠান বৈঠক ও নৌকার পক্ষে গণসংযোগ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীন।

এ সময় তিনি গণসংযোগের সময় সরকারের উন্নয়ন কাজের চিত্র তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করেন এবং তিনি বলেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বাংলাদেশে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে নাকি জঙ্গিবাদ তালেবানদের হাতে যাবে সেটি নির্ধারণ হবে এ নির্বাচনে। এ সময় তিনি আরও বলেন, যদি মাটি ও পতাকাকে ভালোবাসেন তাহলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার বিকল্প নাই-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আগামী নির্বাচন ২০২৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। নৌকায় মানুষ ভোট

দিয়েছিলো বলে একসময় দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আবার নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে এখন দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের এক রোল মডেল। এই ধারাবাহিকতা রক্ষায় আগামী নির্বাচনেও আপনাদেরকে নৌকায় ভোট দিতে হবে।

সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর বিকালে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে আয়োজিত গণসংযোগ ও পথসভায়ায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন একথা বলেন। এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ইসলামপুর, সাহেবপুর, ভবনন্দপুর ও টেংরামরি গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভায় অংশ নেন তিনি।

এর আগে প্রতিমন্ত্রীর ফরাদ হোসেন এমপির আমদহ ইউনিয়নে আগমন উপলক্ষে এর আগে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকনের নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এক বিশাল মোটরসাইকেল র্যালির মাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীকে বরণ করে নেন। এবং স্থানীয় জনগণ তাকে শুভেচ্ছাসহ বরন করে নেন।

দামুড়হুদায় বিভাগীয় রোড মার্চ সফল করতে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে খুলনায় বিভাগীয় রোড মার্চ সফল করতে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি’র অংশ হিসাবে অবৈধ,ফ্যাসিষ্ট শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগ ও তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী প্রতিষ্ঠার লক্ষে খুলনা বিভাগীয় রোড মার্চকে সফল করতে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে সর্বসাধারণের মধ্যে মাঝে লিফলেট বিতরণের করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো: মনিরুজ্জামান মনির ও সাধারণ সম্পাদক মো: রফিকুল হাসান তনু’র নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির সদস্য ছালমা জাহান পারুল,উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম,বিএনপির অন্যতম নেতা জহিরুল ইসলাম রিপন,উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহব্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ,উপজেলা ছাত্রদলের আহব্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজ সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জামায়াত- বিএনপির সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে পৌর ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা রাতুলের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে দেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

এসময় বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ছহিউদ্দিন কলেজ ছাত্রনেতা পিন্টু, অমিত, রাব্বি, রাসেল, রকিবুল, লতিফ, সুরুজ, আবির, শাহিন সহ পৌর ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীনের

উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্ব এই উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে নৌকায় মনোনয়ন প্রত্যাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন এর নেতৃত্ব এই উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করা হয়। এ সময় তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং তিনি নৌকার মনোনয়ন পেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসীর উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন ও শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্যও কাজ করবেন বলে জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।